মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া সেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেক বিতরণ

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া সেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে প্রদত্ত মাসিক ভাতা ও এককালীন আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে এ চেক বিতরণ করা হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ আব্দুল কাদির মিয়া, সিভিল সার্জন ডা: জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী, মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, মেহেরপুর জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের উপপরিচালক মোঃ বছির উদ্দিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন নেছা লতা, আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা সহ বিভিন্ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ১৭ জনের মাঝে ৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

শরীফুলের পেসে বিধ্বস্ত

আফগানিস্তান

হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর ম্যাচ। টস হেরে বোলিংয়ে নামায় আগের ম্যাচের স্মৃতি নিশ্চয়ই কারও কারও মনে এসেছিল। এই আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতেই যে বিধ্বস্ত হয়েছিল বাংলাদেশ। তবে আজ (মঙ্গলবার) আর তেমনটা হয়নি। বরং দুর্দান্ত বোলিংয়ে আফগানদের নিয়ে ছেলেখেলায় মেতেছেন শরীফুল ইসলামরা।

আজ (মঙ্গলবার) চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা আফগানদের সংগ্রহ ৩৭ ওভারে ৮ উইকেটে ৯০ রান।

সফরকারী ব্যাটারদের ওপর রীতিমতো ঝড় বইয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের বোলাররা। যেখানে সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর শরীফুল। বাঁহাতি পেসার শুরুতেই এলোমেলো করে দেন আফগানদের ব্যাটিং লাইনআপ। দ্বিতীয় স্পেলে ফিরে আবার পেয়েছেন উইকেট। সেকারণেই সফরকারীদের হারানো প্রথম ৭ উইকেটের ৪টিই শরীফুলের।

প্রথম দুই ওয়ানডে বাজেভাবে হেরেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে তামিম ইকবালের অবসর-ঘটনায় দলের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। মাঠেও সেটির প্রভাব পড়েছে যথেষ্ট। ওই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়ানোর মিশন এই তৃতীয় ম্যাচটি। গুরুত্বপূর্ণ সেই ম্যাচে তিনটি পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামে বাংলাদেশ।

যার একটি শরীফুল। একাদশে সুযোগ পেয়েই সামর্থ্যের প্রমাণ আরও দিলেন এই পেসার। বাংলাদেশের উইকেট উদযাপনের শুরুটা আসে তার কাছ থেকেই। আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান ইব্রাহিম জাদরানকে আউট করে এনে দেন প্রথম উইকেট। মুশফিকুর রহিমের গ্লাভসে ধরা পড়ার আগে মাত্র ১ রান করতে পারেন ইব্রাহিম।

ওই উৎসব শেষ হতে না হতেই আবার শরীফুলের আঘাত। এবার শিকার রহমত শাহ। ওই মুশফিুকের গ্লাভাসবন্দি করেই তাকে ফেরান শূন্য রানে।

শরীফু্ল একদিক দিয়ে উইকেট নিচ্ছেন, পেস বোলিং সঙ্গী তাসকিন আহমেদ উইকেট না পেলে বেমানান হয় না! খানিক পর ডানহাতি এই পেসারও যোগ দিলেন উইকেট উৎসবে। আগের ম্যাচে দুর্দান্ত ইনিংস খেলা

রহমানউল্লাহ গুরবাজের উইকেট তার দখলে। মুশফিকের গ্লাভসে ধরা পড়ার আগে গুরবাজ করতে পারেন মাত্র ৬ রান।

টপ অর্ডারের তিন ব্যাটারের বিদায়ের পর চাপ সামলাতে মাঠে আসেন মোহাম্মদ নবি। অভিজ্ঞ এই ব্যাটারও ঠেকাতে পারেননি বাংলাদেশের আক্রমণ। শরীফুলের তাণ্ডবে তিনিও বিধ্বস্ত। মাত্র ১ রান করে এলবিডব্লিউ নাবি। আর শরীফুলের নামের পাশে তৃতীয় উইকেট। এই পেসারের তোপে প্রথম পাওয়ার প্লেতে আফগানিস্তান নিতে পারে ৪ উইকেটে মাত্র ২১ রান।

সূত্র: ইত্তেফাক

আলমডাঙ্গায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক অনূর্ধ্ব ১৭) খেলা উদ্বোধন করা হয়েছে ।

আজ সোমবার পাইলট সরকারি হাইস্কুলের বিটিম মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার নাথ, পৌর প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহিল কাফি, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শামসুজোহা, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল হক, উপজেলা

প্রকল্প বাস্তবায় কর্মকর্তা এনামুল হক, রিসোর্স ইন্সটেক্টর জামাল হোসেন, ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক খন্দকার জিহাদ-ই-জুলফিকার টুটুল। উদ্বোধনী খেলায় দু’দলের খেলোয়াড়দের উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস জার্সি উপহার দেন।

খেলা পরিচালনা করেন আবুল হাসান, জুয়েল রানা, রনি আহমেদ, মহসিন কামাল । উদ্বোধনী খেলায় ডাউকি ইউনিয়নকে ৮-১ গোলে পরাজিত করে বাড়াদি ইউনিয়ন জয়লাভ করে। অপর খেলায় কুমারী ইউনিয়নকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে গাংনী ইউনিয়ন জয়লাভ করে।

উদ্বোধনী খেলায় আলমডাঙ্গা কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ শামিম রেজার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। ধারাভাষ্যকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাফিজুর রহমান ও মীর রোকনউজ্জামান।

দামুড়হুদায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দর্শনা পৌরসভার (প্যানেল) মেয়র রবিউল হক সুমন, কুড়ালগাছী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন।

টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে নাটুদা

ইউনিয়ন একাদশ বনাম কুড়ালগাছী ইউনিয়ন একাদশ অপর খেলায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশ বনাম দর্শনা পৌরসভা একাদশ। প্রথম খেলায় নাটুদা ইউনিয়ন একাদশকে ট্রাইবেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কুড়ালগাছী ইউনিয়ন একাদশ। দ্বিতীয় খেলায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশকে ৪-২ গোলে হারিয়ে দর্শনা পৌরসভা চ্যাম্পিয়ন হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোখলেছুর রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিক, নাজির সাখাওয়াত রাসেল,সিএ ফয়জুল হক, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা আইসিটি টেকনিশিয়ান খাইরুল কবির ডিনার, ইউপি সদস্য হাসান আলী, নুরুল ইসলাম, সুমন হোসেন, কমিশনার রেজাউল হক।

খেলায় রেফারি দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুবাস চন্দ্র, ইউসুফ আলী ও শহিদ আজম সদু। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন শামীম খাঁন, মোস্তাফিজুর রহমান ও জিয়া হায়দার।

আগামীকাল মঙ্গলবার বেলা ৩.৩০ ঘটিকার সময় ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে যে শক্তিশালী দল দুটি অংশ গ্রহণ করিবে কুড়ালগাছী ইউনিয়ন একাদশ বনাম দর্শনা পৌরসভা একাদশ।

মোনাখালীতে ফুটবল উন্মাদনা ,উদ্বোধন আগামী শুক্রবার

মুজিবনগরের মোনাখালীতে ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন উপলক্ষে আজ বিকেলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ।মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আব্দুল খালেকের সঞ্চালনায় আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়ন এর ১ নং

ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ হাবিবুর রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষক লীগের সেক্রেটারি মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান মানিক, মোনাখালী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল খালেক। প্রবীণ ফুটবলার মোঃ লাভলু ,আহসান উল্লাহ , মনসুর আলী, ফজলু রহমান, মনিরুজ্জামান মাষ্টার, ফারুক হোসেন চান্দ আলি সহ আরো অনেকে।

এসময় খেলা পরিচালনা সহ যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং খেলার উদ্বোধনী তারিখ আগামী শুক্রবার ১৪/০৭/২০২৩ ইং নির্ধারণ করা হয়। এই টুর্নামেন্টে মোট ৩২ টি দল অংশগ্রহণ করবে এবং প্রত্যেক দল নকআউট পর্ব হিসেবে খেলবে বলে নিশ্চিত হয়। এবং প্রথম বিজয়ী দল পুরস্কার হিসেবে পাবে এক লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় বিজয়ী দল পুরস্কার হিসেবে পাবে ৬০ হাজার টাকা।

কমিটির নিজস্ব কোন টিম থাকবে না এবং প্রতিটি টিমের জন্য শুভেচ্ছা ফিস হিসেবে এক হাজার টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

খেলাটি আয়োজন করছে শহীদ ওলিউল বারী আনসার ক্লাব ও মোনাখালী গ্রামবাসী ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এম পি।

শুধু মাঠে আগত দর্শকরাই নয় বরং পুরো টুর্নামেন্ট টি ‘আম্বার আইটি’ এর সৌজন্যে টুর্নামেন্টের মিডিয়া পার্টনার ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’লাইভ সম্প্রচার করবে।

দামুড়হুদায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের তৃতীয় খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) তৃতীয় দিনে দুইটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এসএম জাকারিয়া আলম, জুড়ান পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, দর্শনা পৌর সভার (প্যানেল) মেয়র সুমন আহমেদ।
টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে জুড়ান পুর ইউনিয়ন একাদশ বনাম নাটুদাহ ইউনিয়ন একাদশ অপর খেলায় দর্শনা পৌরসভা একাদশ বনাম পারকৃষ্ণপুর মদন ইউনিয়ন একাদশ। প্রথম খেলায় জুড়ান পুর ইউনিয়ন একাদশকে ট্রাইবেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় নাটুদাহ ইউনিয়ন একাদশ। দ্বিতীয় খেলায় পারকৃষ্ণপুর মদন ইউনিয়ন একাদশকে ২-১ গোলে হারিয়ে দর্শনা পৌরসভা চ্যাম্পিয়ন হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোখলেছুর রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিক, নাজির সাখাওয়াত রাসেল, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা আইসিটি টেকনিশিয়ান খাইরুল কবির ডিনার। খেলায় রেফারি দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুবাস চন্দ্র, ইউসুফ আলী ও শহিদ আজম সদু। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন শামীম খাঁন ও মোস্তাফিজুর রহমান।

বাফুফের ৫০ লাখ টাকা পুরষ্কার পেলো জামালরা

দীর্ঘ ১৪ বছর পর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠেছিলো বাংলাদেশ। প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েই ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি করেছিলো জামাল-মোরাসালিনরা। সাফের এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরষ্কারস্বরূপ বাংলাদেশ দলকে এবার ৫০ লাখ টাকা পুরষ্কার দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ।

আজ রোববার (৯ জুলাই) বাফুফে ভবনে কাজী সালাউদ্দিন দলের সদস্যদের কাছে পুরষ্কারের এই অর্থ তুলে দেন। দলীয় পুরষ্কারের সঙ্গে তিন ফুটবলারকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ বোনাস।

সাফের স্কোয়াডে থাকা ২৩ খেলোয়াড়ের প্রত্যেকে পেয়েছেন দেড় লাখ টাকা করে। এর বাইরে আনিসুর রহমান জিকো, শেখ মোরসালিন, বিশ্বনাথ ঘোষ।

বিশেষ বোনাস পাওয়া এই তিনজন সাফে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন। বিশ্বনাথ ঘোষ পেয়েছেন পাঁচ লাখ টাকা আর মোরসালিন ও জিকো পেয়েছেন এক লাখ টাকা করে।

সাফে চার ম্যাচই ধারাবাহিকভাবে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন ডিফেন্ডার বিশ্বনাথ ঘোষ। তার খেলার পাশাপাশি টিম স্পিরিটের প্রশংসা করে সালাউদ্দিন বলেন, ‘বিশ্বনাথ নিজেই ঘোষণা দিয়েছিল দল সেমিফাইনালে জিতলে সে পাঁচ লাখ টাকা দিবে। এটা স্পিরিটের অংশ। এ রকম খেলোয়াড়ই আমার দরকার। তাকেও আমার পক্ষ থেকে সামান্য অর্থ পুরস্কার।’

পুরো সাফজুড়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিলো বাংলাদেশ। শেষ চারের লড়াইয়েও কুয়েতকে প্রায় আটকেই দিয়েছিলো। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় শেষমেশ ১-০ গোলে হারতে হয় বাংলাদেশকে। সেমিফাইনালে পুরো ম্যাচজুড়ে বাংলাদেশকে যেন এক হাতেই বাঁচিয়ে গেছেন গোলরক্ষক জিকো। তার বিশ্বস্ত গ্লাভসজোড়া যেন হয়ে উঠেছিলো বাংলাদেশের দেওয়াল। সাফের সেরা গোলরক্ষকের পুরষ্কারও পেয়েছেন জিকো।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) দ্বিতীয় দিনে দুইটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ শনিবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কুড়ালগাছী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন।

টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশ বনাম কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ অপর খেলায় হাউলী ইউনিয়ন একাদশ বনাম কুড়ালগাছী ইউনিয়ন একাদশ।

প্রথম খেলায় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশ। দ্বিতীয় খেলায় ট্রাইবেকারে হাউলী ইউনিয়ন একাদশকে ১-০ গোলে হারিয়েছে কুড়ালগাছী চ্যাম্পিয়ন হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোখলেছুর রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিক, ইউপি সদস্য হাসান আলী, শহিদুল ইসলাম, শাহাজামাল, লিয়াকত আলী, নুরুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু, নাজির সাখাওয়াত রাসেল, উপজেলা আইসিটি টেকনিশিয়ান খাইরুল কবির ডিনার, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম।

খেলায় রেফারি দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুবাস চন্দ্র, ইউসুফ আলী ও শহিদ আজম সদু। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন শামীম খাঁন ও মোস্তাফিজুর রহমান।

দামুড়হুদায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা উদ্বোধন

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন শফিউল আলম, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ এখলাস উদ্দিন সুজন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোখলেছুর রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ।

উদ্বোধনী দিনে সাবেক চ্যাম্পিয়ন জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ বনাম

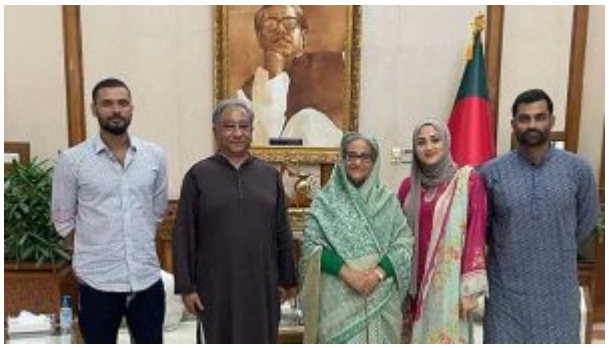

নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ। খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় রেফারি দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুবাস চন্দ্র, ইউসুফ আলী ও শহিদ আজম সদু। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন শামীম খাঁন ও মোস্তাফিজুর রহমান।

নির্ধারিত সময়ে কোন গোল না হওয়ায় ট্রাইবেকারে জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ ২-১ গোলে নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে।

প্রধানমন্ত্রীকে না বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়: তামিম

আচমকা অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। সেই ঘোষণার একদিনের মধ্যেই আবার সিদ্ধান্ত পাল্টালেন তিনি। আজ (শুক্রবার) গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন এই ব্যাটার। সেখান থেকে বেরিয়ে জানিয়েছেন, অবসরের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন তিনি। কারণ তার পক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে না বলা সম্ভব নয়।

বৃহস্পতিবার দেশের ক্রিকেটের ওপর দিয়ে বড় একটা ঝড়ই বয়ে গেছে। চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলন ডেকে ১৬ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টানেন তামিম। পরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিবি) সংবাদ সম্মেলন করে। এর মাঝেই আজ গণভবনে ডাক পড়ে তামিমের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অবসরের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন তামিম। গণভবন থেকে বেরিয়ে এই ওপেনার বলেছেন, ‘আজ দুপুরে আমাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বাসায় দাওয়াত করেছিলেন।

উনার সঙ্গে অনেকক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। উনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন খেলায় ফিরে আসতে। আমি আমার রিটয়ারমেন্ট এই মুহূর্তে তুলে নিচ্ছি। কারণ আমি সবাইকে না বলতে পারি কিন্তু দেশের যে সবচেয়ে বড় ব্যক্তি তাকে না বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।’

সিদ্ধান্ত পরিবর্বনের ক্ষেত্রে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন ও সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি মুর্তজারও ভূমিকা আছে।

তামিম বলেছেন, ‘তাতে (সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে) অবশ্যই পাপন ভাই ও মাশরাফি ভাইয়ের বড় ভূমিকা ছিল। মাশরাফি ভাই আমাকে ডেকে নিয়েছেন। পাপন ভাই সঙ্গে ছিলেন।’

সূত্র: ইত্তেফাক